সংবাদ কণিকা

আরডিআরএস ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ● অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২৫

ক্ষুদ্রঋণে অভিনব উদ্যোগ

২১ শাখার সকল কর্মীই নারী!

মো: মাছুদ উর রহমান, *ঢাকা:* ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে সাধারণত প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারী সমাজের আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। এই ক্ষুদ্রঋণ কিন্তু দেশের হাজার হাজার নারী কর্মীরও আর্থিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করছে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী কর্মীবৃন্দ পালন করছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ক্ষুদ্রঋণ খাতে ২.২৩ লাখেরও অধিক কর্মী রয়েছে, যার ৩০% কর্মী নারী। সম্প্রতি দেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে নারী কর্মীদের নিয়ে অনন্য একটি উদাহরণ তৈরি করেছে আরডিআরএস বাংলাদেশ। সংস্থাটির পুরো লালমনিরহাট অঞ্চল পরিচালিত হচ্ছে শতভাগ নারী সহকর্মী দ্বারা। লালমনিরহাট জেলার ৪টি উপজেলা নিয়ে গঠিত লালমনিরহাট রিজিওন। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির একটি কর্ম এলাকা ১০০% নারী কর্মী দিয়ে পরিচালনা করার এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম।

গত দেড় বছর ধরে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে লালমনিরহাট রিজিওনে নারী কর্মী সমন্বয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রিজিওন থেকে অভিজ্ঞ নারী কর্মীদের লালমনিরহাটে নিয়ে আসা হয়, এবং নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত নারী কর্মীদের এ রিজিওনে পদায়ন করা হয়। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লালমনিরহাট রিজিওনে শতভাগ নারী কর্মী-নির্ভর একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মী কাঠামো গড়ে উঠেছে। বর্তমানে রিজিওনে ১ জন রিজিওনাল ম্যানেজার, ৪ জন এরিয়া ম্যানেজার, ২১ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং ৯২ জন মাঠ কর্মকর্তাসহ মোট ১৪১ জন কর্মীর সবাই নারী। রাঁধুনী থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন সকল পদেই আছেন নারী। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অর্জনের দিক থেকেও লালমনিরহাট রিজিওনের সাফল্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই রিজিওনের ২১টি শাখার সবকটিই লাভজনক।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে আরডিআরএস বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে যে, প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রকৃত নারী-বান্ধব সংস্থা; যেখানে নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমান সুযোগ ও নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্র নিশ্চিত করা হয়।

একদিনের প্রতীকী পুলিশ সুপার জান্নাতুল ফেরদৌস

‘স্বপ্ন দেখার সাহসই আমার শক্তি: যেতে চাই অনেক দূর’

আমি জান্নাতুন ফেরদৌস। কুড়িগ্রামের হলোখানা ইউনিয়নের একজন সাধারণ মেয়ে, কিন্তু স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে আমি সাধারণ নই। বর্তমানে আমি কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজে ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ছোটবেলা থেকে আমার একটাই স্বপ্ন–আমি বড় হয়ে একজন পুলিশ সুপার হতে চাই। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মেয়েদের জন্য নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলাই আমার এই স্বপ্নের মূল শক্তি।

এই স্বপ্ন দেখার সাহস আমি হঠাৎ করে পাইনি। আমার বড় অনুপ্রেরণা হয়ে আছে আরডিআরএস বাংলাদেশ পরিচালিত ‘চাইল্ড, নট ব্রাইড’ প্রকল্পের একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম–‘গার্লস টেক ওভার’। ২০২৩ সালে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে আমি প্রথম বুঝতে পারি, সুযোগ পেলে মেয়েরাও বড় দায়িত্ব নিতে পারে, নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সমাজ বদলাতে পারে। গার্লস টেক ওভার কার্যক্রমে একজন কিশোরী মেয়ে প্রতীকীভাবে একদিনের জন্য কোনো বড় সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে। উদ্দেশ্য একটাই–মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা এবং সমাজকে দেখানো যে– মেয়েরা কোনো অংশেই পিছিয়ে নয়। এই কার্যক্রমের জন্য আরডিআরএস বাংলাদেশ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে কিশোরী নারী নেতৃত্বদানকারীদের নির্বাচন করে। আমাকেও সেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

যেদিন জানলাম আমাকে পুলিশ সুপারের দায়িত্ব প্রতীকীভাবে পালন করতে হবে, সেদিন আমার ভেতরে এক অদ্ভুত আনন্দ আর গর্বের অনুভূতি কাজ করছিলো। সেই অনুভূতি আজও আমাকে নাড়া দেয়, আমাকে লড়াই করতে শেখায়। ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর, সেদিন আমি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম নতুন এক প্রত্যয় নিয়ে। আমি জানতাম, আজ হয়তো আমি সত্যিকারের

পুলিশ সুপার নই, কিন্তু একদিন হবোই–এই বিশ্বাস নিয়েই আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ করে বাসায় ফিরে আমি একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেই–স্বপ্ন পূরণ করতে হলে আমাকে চেষ্টা করতে হবে।

গার্লস টেক ওভার হয়তো প্রতীকীভাবে আমাকে পুলিশ সুপার হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু সেই প্রতীকই আমার জীবনে বাস্তব পরিবর্তনের বীজ বুনে দিয়েছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে আরডিআরএস চেয়ারপারসন

স্থানীয়দের প্রয়োজনের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ

সংবাদ কণিকা ডেস্ক: সম্প্রতি কক্সবাজারে আরডিআরএস বাংলাদেশ পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন সংস্থাটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারপারসন ফারুক আহমেদ। তিনি মূলত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পরিচালিত সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। গত ২ ডিসেম্বর তিনি উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প-১৮ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে চেয়ারপারসন আরডিআরএস-এর কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দর্জি কাজ, মাছের জাল তৈরি এবং বারবারিং (চুল কাটার কাজ) পেশায় দক্ষ হয়ে ওঠা উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। এসব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তাঁরা এখন উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন জেনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি কমিউনিটির নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে তোলা বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ, কমিউনিটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার এবং ইয়ুথ লাইব্রেরি ঘুরে দেখেন। রোহিঙ্গা যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন, জ্ঞানচর্চা এবং ইতিবাচক কাজে সম্পৃক্ত রাখতে এই কেন্দ্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরিদর্শন শেষে চেয়ারপারসন মাঠ পর্যায়ের এই অর্জন ও সাফল্যের গল্পগুলো সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাছে তুলে ধরার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসিত করাই সংকটের প্রকৃত সমাধান, এর আগ পর্যন্ত তাঁদের জন্য যেমন বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে, তেমনি স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তিনি রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়দের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আরডিআরএস বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন, এবং কর্মীদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দেন বোর্ড চেয়ারপারসন।

সাফা 'লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' পেলেন পারভীন মাহমুদ

পারভীন মাহমুদ আরডিআরএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সাবেক চেয়ারপারসন

সংবাদ কণিকা ডেস্ক: আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর সাবেক চেয়ারপারসন ও বর্তমান সাধারণ পর্ষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ, এফসিএ ২০২৫ সালের সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর মর্যাদাপূর্ণ 'লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার 'সিটি অব ড্রিমস'-এ আয়োজিত সাফা ওমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস শ্রীলঙ্কার সিলভার জুবিলি উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কনফারেন্স ২০২৫'-এর অংশ হিসেবে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। পারভীন মাহমুদ বাংলাদেশের দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস (আইসিএবি)-এর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট এবং সাফা-এর প্রথম নারী বোর্ড সদস্য হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি ব্র্যাক ও পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ উদ্যোগ

ঢাকা কার্যালয়ে ভূমিকম্প ও অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মিনহুন নাহার, *ঢাকা:* সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার দেশে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ায় কর্মীদের নিরাপত্তা ও সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে আরডিআরএস বাংলাদেশ। গত ৩ ডিসেম্বর সংস্থার ঢাকা কার্যালয়ে 'ভূমিকম্প প্রস্তুতি, অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কার্যক্রম' বিষয়ক এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর পেশাদার প্রশিক্ষকবৃন্দ। এ সময় তাঁরা কর্মীদের জরুরি অবস্থায় করণীয়, নিরাপদে ভবন ত্যাগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (ইভাকুয়েশন) এবং অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কার্যক্রম সম্পর্কে হাতে-কলমে বাস্তবিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এর পাশাপাশি ভূমিকম্প হলে কখন কী করতে হবে, বিশেষ করে ভবনটিকে কিভাবে ভূমিকম্প ঝুঁকিমুক্ত রাখা যায়, ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়- এ সব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঢাকা অফিসের সকল কর্মী এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে জয় করলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা

ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে এইচএসসিতে মৌমিতার সাফল্য

আরডিআরএস বাংলাদেশের পুনর্বাসন কেন্দ্রের সহায়তা এবং নিজের কঠোর পরিশ্রমে মৌমিতা এখন হাজারো শিক্ষার্থীর অনুপ্রেরণা

ডা. সুদীপ্ত সরকার, *লালমনিরহাট:* চোখের আলো না থাকলেও মনের আলো দিয়ে সব অন্ধকার জয় করেছেন লালমনিরহাটের অদম্য মেধাবী ছাত্রী মৌমিতা রায়। দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতাকে হার মানিয়ে তিনি এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৪.৮৩ পেয়ে প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করেছেন। আরডিআরএস বাংলাদেশের পুনর্বাসন কেন্দ্রের সহায়তা এবং নিজের কঠোর পরিশ্রমে মৌমিতা এখন হাজারো শিক্ষার্থীর অনুপ্রেরণা। লালমনিরহাটে আরডিআরএস-এর পুনর্বাসন কেন্দ্রের ছাত্রী হিসেবে মৌমিতার পথচলা শুরু হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা থাকায় স্বাভাবিক পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া তার জন্য সহজ ছিল না। কিন্তু হার মানেননি তিনি। পুনর্বাসন কেন্দ্রে ব্রেইল পদ্ধতি শেখার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার নতুন ভুবনে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে সরকারি স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রতিটি ক্লাসে দেখিয়েছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। তারই ধারাবাহিকতায় এবার এইচএসসি-তেও চমকপ্রদ ফলাফল করলেন এই অদম্য তরুণী। মৌমিতার এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের গল্প। তবে আরডিআরএস-এর পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবিড় তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষকদের সহযোগিতা তাঁর এই লড়াইকে সহজ করেছে।

৩০০ শাখার মাইলফলকে আরডিআরএস ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

সংবাদ কণিকা ডেস্ক: তৃণমূল মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন ১২টি ক্ষুদ্রঋণ শাখা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ৩০০তম শাখার মাইলফলক স্পর্শ করেছে আরডিআরএস বাংলাদেশ। সম্প্রতি রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, বগুড়া, দিনাজপুর, নরসিংদী, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা ও যশোরে এই নতুন শাখাগুলোর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। শাখা উদ্বোধনী কার্যক্রমে সরাসরি অংশ নেন আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, পিএইচডি। তিনি পাগলাপীর (রংপুর), শালনগ্রাম (নীলফামারী), নেয়াশীবাজার (নাগেশ্বরী), মাড়েয়া (পঞ্চগড়) এবং বগুড়া সদর শাখাগুলোর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় সংস্থার পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) তারিক সাঈদ হারুন উপস্থিত ছিলেন। একই সময়ে সংস্থার সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল ম্যানেজারগণ গড়েয়াহাট (ঠাকুরগাঁও), চিরিরবন্দর (দিনাজপুর), কুলিয়ারচর (কিশোরগঞ্জ), গাংনী সদর ও বাড়াদি বাজার (চুয়াডাঙ্গা) এবং বাঁকড়া বাজার (যশোর) শাখাগুলো উদ্বোধন করেন। এই ১২টি নতুন শাখা যুক্ত হওয়ার ফলে আরডিআরএস-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মোট শাখা সংখ্যা এখন ৩০০তে উন্নীত হলো।

দক্ষ জনশক্তি গড়তে সরকারি অর্থায়ন পেলো আরডিআরএস

নীলফামারীতে বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন ১৯২ জন যুবক-যুবতী

এই মুহূর্তে কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা কোনও প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত নেই, এমন যুবক-যুবতীদেরকে কর্মসংস্থানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই এই প্রশিক্ষণগুলোর মূল লক্ষ্য। প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করবে আরডিআরএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট। কারিগরি এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নীলফামারীতে অবস্থিত।

মো: আব্দুল মান্নান, *ঢাকা:* দেশে বেকারত্ব এখনো বড় একটি সমস্যা। রংপুর বিভাগে বেকার যুবক-যুবতীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এই এলাকার বেকারদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরির চেষ্টা করছে আরডিআরএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সম্প্রতি সরকারি অর্থায়ন পেলো আরডিআরএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ন্যাশনাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এনএইচআরডিএফ)-এর সহায়তায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। গত ২৬ অক্টোবর ঢাকার এনএইচআরডিএফ কনফারেন্স হলে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়েছে। চুক্তিতে আরডিআরএস বাংলাদেশের পক্ষে সই করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, পিএইচডি এবং এনএইচআরডিএফ-এর পক্ষে সই করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আতিকুল ইসলাম। চুক্তি অনুযায়ী, নীলফামারীর মোট ১৯২ জন প্রশিক্ষণার্থী টেইলরিং ও ড্রেস মেকিং এবং মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আর্থিক অনুদানও পাবেন।

চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা ও চুয়াত্তরতম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

কুড়িগ্রাম ও ঠাকুরগাঁওয়ে নতুন ২টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন

সংবাদ কণিকা ডেস্ক: গত ২৯ নভেম্বর আরডিআরএস বাংলাদেশের ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার ঢাকা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বার্ষিক প্রতিবেদনের খসড়া, বাজেট এবং অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন এস. এম. আকবর, পিএইচডি; অধ্যাপক মো: ময়নুল হক, পিএইচডি; সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, ফিলিপ বিশ্বাস, আন্না মিনজ. ডা. ইয়াসমিন হেমায়েত আহমেদ, ফারহানা ফেরদৌস, শিব নারায়ন কৈরী, পারভীন মাহমুদ এফসিএ, রাশেদা কে. চৌধুরী, মো: আব্দুস সাত্তার সরকার এফসিএ, আহমেদ আতাউল হাকিম এবং আরডিআরএস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, পিএইচডি।

একই দিনে সংস্থার বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ৭৪তম সভা সংস্থার ঢাকা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরডিআরএস ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সংস্থার কর্ম-ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সম্প্রতি গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে রোর্ডকে অবহিত করেন নির্বাহী পরিচালক ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, পিএইচডি। তিনি বিভিন্ন কর্মসূচি-প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যও সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় কুড়িগ্রাম ও ঠাকুরগাঁওয়ে দুটি আরডিআরএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চালুর বিষয়ে অনুমোদন দেয় বোর্ড। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ট্রেজারার এস. এম. আকবর, পিএইচডি; সদস্য অধ্যাপক মো: ময়নুল হক, পিএইচডি; সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, ফিলিপ বিশ্বাস, আন্না মিনজ. ডা. ইয়াসমিন হেমায়েত আহমেদ, ফারহানা ফেরদৌস এবং সচিব ও আরডিআরএস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, পিএইচডি।

বদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চালু হলো 'ব্রেস্টফিডিং কর্নার'

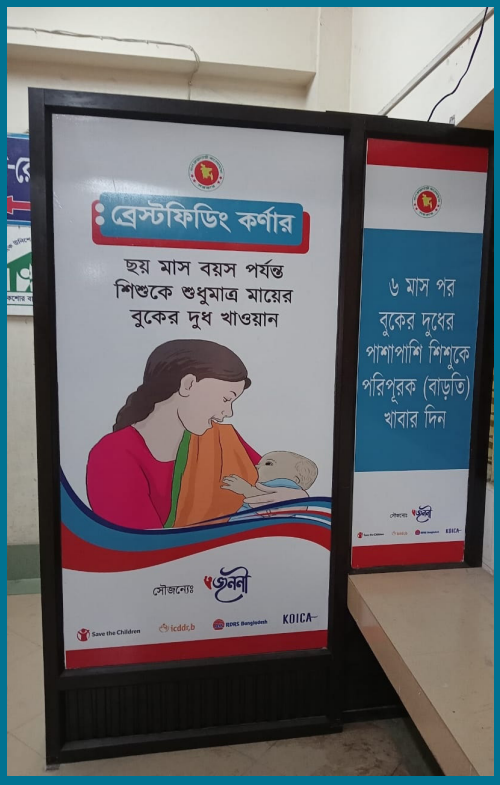

সংবাদ কণিকা ডেস্ক: হাসপাতালে সেবা নিতে আসা মা ও শিশুদের ভোগান্তি কমাতে রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চালু করা হয়েছে একটি সুসজ্জিত 'মাতৃদুগ্ধপান কর্নার' (ব্রেস্টফিডিং কর্নার)। আরডিআরএস বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'জননী' প্রকল্পের উদ্যোগে গত ১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্নারটির উদ্বোধন করা হয়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আউটডোর বিভাগে অবস্থিত স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রের সামনে এই কর্নারটি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এখন থেকে হাসপাতালে আগত মায়েরা লোকচক্ষুর আড়ালে নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করাতে পারবেন। কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি-এর অর্থায়নে এবং সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ-এর কারিগরি সহায়তায় আরডিআরএস বাংলাদেশ এই 'জননী' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা।

কর্মীবান্ধব নতুন উদ্যোগ

বাড়লো মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও গ্রাচুইটি সুবিধা

সংবাদ কণিকা ডেস্ক: কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অবসরকালীন সুবিধা নিশ্চিত করতে মানবসম্পদ নীতিমালায় পরিবর্তন এনেছে আরডিআরএস বাংলাদেশ। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, এখন থেকে চাকরিরত অবস্থায় কোনো কর্মীর স্বাভাবিক মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার পাবে ৫ লাখ টাকা এবং দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পাবে ৭ লাখ টাকা, যা আগে যেকোনো মৃত্যুতে নির্ধারিত ছিল ৪ লাখ টাকা। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী চাকরির স্বীকৃতি হিসেবে গ্রাচুইটি সুবিধাতেও এসেছে বড় পরিবর্তন। আগে ১০ বছরের বেশি চাকরির ক্ষেত্রে প্রতি বছরের জন্য ১.৫টি করে মূল বেতন বরাদ্দ থাকলেও, নতুন নিয়মে এখন ১০ বছরের বেশি সময় চাকরি করলে প্রতি বছরের জন্য ২টি (দ্বিগুণ) করে মূল বেতন পাবেন কর্মীরা। এছাড়া ৩ থেকে ৫ বছরের কম সময়ের জন্য ১টি মূল বেতন এবং ৫ থেকে ১০ বছরের কম সময়ের জন্য ১.৫টি (দেড় গুণ) মূল বেতনের সমান অর্থ প্রদান করা হবে।

নির্যাতনের বিভীষিকা আর বাধা পেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

অদম্য নারী স্বীকৃতি আর জয়িতা পুরস্কার পেলেন আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী

মো: মতিউর রহমান, *রংপুর*, অলিক রাংসা, *কুড়িগ্রাম:* আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সাফল্য অর্জনকারী নারীদের 'অদম্য নারী' বা জয়িতা সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অদম্য নারীর স্বীকৃতি পেয়েছেন আরডিআরএস-এর বিভিন্ন কর্মসূচির বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী। এছাড়াও জয়িতা পুরস্কার পেয়েছেন বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী এবং ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ। ইউনিয়ন ফেডারেশন তৃণমূলের মানুষের সংগঠন, আরডিআরএস এই ফেডারেশন বা সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের জন্য কুড়িগ্রামের রৌমারীর ইউপি সদস্য মোছা. রাজিয়া সুলতানা পুরস্কৃত হন। দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের ঝগড়ার চর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান রাজিয়া অভাব-অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ২০০৭ সালে এসএসসি এবং ২০১০ সালে এইচএসসি পাশ করেন। ২০১৩ সালে বিএসএস সম্পন্ন করার পথে তাকে অন্যের বাড়িতে প্রাইভেট পড়িয়ে এবং স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে পড়ার খরচ জোগাতে হয়েছে। ২০১৪ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি নিজেকে সমাজসেবায় পুরোপুরি নিয়োজিত করেন। এসময় তিনি ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ এবং নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য। এলাকার অসহায় মানুষকে সরকারি বিভিন্ন ভাতার কার্ড পেতে সহায়তা করে তিনি এখন স্থানীয় নারীদের আস্থার প্রতীক।

সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার বেতকাপা ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি মোছা. মাহামুদা বেগম মিনারা উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ অদম্য নারীর সম্মাননা পেয়েছেন। পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি এলাকার বিধবা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের ভাতা প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

একই ক্যাটাগরিতে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার আরও দুই নারী নেত্রী- দাঁতভাঙ্গা উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থার যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সানজিদা পারভিন এবং নারী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যদিকে নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কুড়িগ্রামের রাজারহাটের শ্রদ্ধা রানী। চাকিরপশার উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থার যুব সংগঠনের এই সদস্য 'নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু' ক্যাটাগরিতে জয়িতা সম্মাননা পেয়েছেন। পাশাপাশি শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে জয়িতা হয়েছেন রাজারহাট উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থার যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সবিতা রানী। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী নারী নিজেদের মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরিতে সম্মাননা পেয়েছেন নীলফামারী ও রংপুরের দুই নারী নেত্রী। নীলফামারীর সৈয়দপুরের বাঙালীপুর ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটারি আঞ্জুয়ারা বেগম এবং রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার কুর্শা ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটারি মোছা. মরিয়ম বেগম তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

কিশোর-কিশোরীদের বইমুখী করতে বিশেষ উদ্যোগ

লালমনিরহাটে প্রতিষ্ঠিত হলো উন্মুক্ত লাইব্রেরি

সংবাদ কণিকা ডেস্ক: প্রযুক্তির আসক্তি কমিয়ে, নানা ধরনের নেতিবাচক অভ্যাস থেকে মনযোগ সরিয়ে কিশোর-কিশোরীদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় গড়ে তোলা হয়েছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অর্থায়নে এবং আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর বাস্তবায়নে 'কৈশোর উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলার সারপুকুর এলাকায় স্থাপিত এই কিশোর ক্লাবের লাইব্রেরিটি এখন স্থানীয় কিশোর-কিশোরীদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরিটিতে সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রায় ৭৫০টি বই রয়েছে। এই কিশোর ক্লাবের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২০ জন। তারা নিয়মিত ক্লাবে এসে বই পড়ছে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছে।

কক্সবাজারের আটটি বিদ্যালয়ে আরডিআরএস-এর গবেষণা

শিক্ষাক্রম ও পাঠদান পরিবেশে আছে অনেক সুযোগ: রয়েছে অনেক ঘাটতিও

নাজমুল হোসেন, *কক্সবাজার:* কক্সবাজারের পাঁচটি উপজেলার আটটি বিদ্যালয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় শিশুদের কণ্ঠে উঠে এসেছে বিদ্যালয়ের বাস্তব কিছু চিত্র, দেখা যাচ্ছে সেখানে তাঁদের জন্য অনেক সুযোগ যেমন আছে, আবার আছে বড় ধরনের ঘাটতিও। আরডিআরএস বাংলাদেশ পরিচালিত এই গবেষণায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থীর মতামত ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক ও খাতার মতো মৌলিক শিক্ষাসামগ্রী পেলেও শিক্ষক সংকট, গ্রন্থাগার ও কম্পিউটারের অভাব, দুর্বল স্বাস্থ্যসেবা এবং অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন বিদ্যালয়গুলোতে এখনো বড় সমস্যা। বিশেষ করে মেয়েরা মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা না পাওয়ার কথা জানিয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুরা বিদ্যালয়ে চলাচল ও অংশগ্রহণে নানা বাধার মুখে পড়ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ছেলেরা সাধারণত বেশি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে ও বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে। মেয়েরা পড়াশোনায় আগ্রহী ও আত্মবিশ্বাসী হলেও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নিরাপদ বিদ্যালয় পরিবেশ ও নারী-পুরুষ সমতার প্রতি সংবেদনশীল সুবিধার অভাব এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

গ্রন্থাগার ও কম্পিউটারের সীমিত ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, কল্পনা ও পরিকল্পনার সক্ষমতা ঠিকভাবে গড়ে উঠছে না। এতে আজীবন শেখা ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। শিশুদের মানসিক ও পুষ্টিগত কল্যাণের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। দারিদ্র্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা রীতি এবং দুর্বল সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের বাইরেও শিশুদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধু বিদ্যালয়ে ভর্তি করালেই হবে না, শিশুদের প্রকৃত বিকাশের জন্য প্রয়োজন গুণগত শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো এবং নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ। এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলেই প্রতিটি শিশু শেখার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ পাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এবং শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বিদ্যমান বেশকিছু সমস্যা সমাধানে একটি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে আরডিআরএস।

কুড়িগ্রামে গার্লস ড্রিম ফেয়ারে কিশোরী-যুবতীদের অঙ্গিকার

স্বপ্ন দেখবো, পথ তৈরি করবো

অলিক রাংসা, *কুড়িগ্রাম:* স্বপ্ন দেখো, পথ তৈরি করো- এই স্লোগানকে সামনে রেখে কুড়িগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুই দিনব্যাপী 'গার্লস ড্রিম ফেয়ার ২০২৫'। আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর চাইল্ড, নট ব্রাইড প্রকল্পের উদ্যোগে এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহায়তায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৪ থেকে ১৫ ডিসেম্বর আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর কুড়িগ্রাম কার্যালয় চত্বরে আয়োজিত এই মেলায় ছয়টি উপজেলার ৪৫টি যুব সংগঠনের ৯০ নির্বাচিত কিশোরী-যুবতী অংশ নেন। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বি.এম কুদরত-এ-খুদা। তিনি স্বপ্ন দেখা এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সফল হওয়া বেশ কয়েকজন নারী মেলায় নিজেদের অনুপ্রেরণামূলক গল্প শোনা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কুড়িগ্রামকে বাল্যবিবাহের জন্য দেশের অন্যতম সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা-বঞ্চনা ও জলবায়ু ঝুঁকির বাস্তবতায় কিশোরীদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করাই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কারিগরি সহযোগিতায় কুড়িগ্রামে আরডিআরএস বাস্তবায়ন করছে চাইল্ড, নট ব্রাইড নামের বিশেষ প্রকল্পটি। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং বিশেষ করে কিশোরীদেরকে ক্ষতিকর বিভিন্ন সামাজিক ধারণার বিরুদ্ধে সচেতন করতে কাজ করছে এই প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় প্রায় ১০ হাজার কিশোরীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে শতাধিক ক্লাবও গঠন করা হয়েছে। প্রায় একশত কিশোর-কিশোরীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানে সহযোগিতা করা হয়েছে।

সিডস প্রকল্প পরিদর্শনে স্ট্রমি ফাউন্ডেশন নরওয়ের প্রতিনিধি দল

তামিম আহমেদ, *রংপুর:* স্ট্রমি ফাউন্ডেশন নরওয়ে-এর ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাস্টেইনেবল জব বিষয়ক সিনিয়র অ্যাডভাইজার অ্যান-মে থম্পসন গত ২৪ ও ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে আরডিআরএস বাংলাদেশের সিডস প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর উপজেলায় তিনি আত্মনির্ভরশীল দল, টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং কর্মসূচি, সংলাপ ফোরাম এবং প্রকল্পভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ঘুরে দেখেন। তিনি উপকারভোগীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং একটি বিদ্যালয়ে পেয়ারা গাছের চারা রোপণ করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি প্রকল্পের অর্জনগুলোর প্রশংসা করেন। পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন স্ট্রমি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার চন্দন কুমার সরকার এবং আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর টিম লিডার (সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট) খ. ম. রাশেদুল আরেফীনসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বার্ষিক বনভোজন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

সংবাদ কণিকা ডেস্ক: গত ১৫ ডিসেম্বর আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর ঢাকা অফিসের কর্মীদের জন্য ছিলো আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ভরা এক স্মরণীয় মুহূর্ত। এদিন রাজধানীর পূর্বাচলের সী-শেল পার্ক অ্যান্ড রিসোর্টে আয়োজন করা হয়েছিলো সংস্থার বার্ষিক বনভোজন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মীদের অংশগ্রহণে পুরো স্থানটি এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আড্ডা, আবৃত্তি, গান এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। র‍্যাফেল ড্র, আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং সুস্বাদু খাবারের আয়োজন কর্মীদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে তোলে। শুধু ঢাকা অফিস নয়; আরডিআরএস বাংলাদেশের রংপুর অফিসসহ বিভিন্ন জেলা অফিসও পৃথকভাবে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করে। এবছর সংস্থার নিয়মিত কর্মী ছাড়াও প্রকল্পভুক্ত কর্মী এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও বনভোজনে অংশগ্রহণের জন্য সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়।

গর্ভবতী নারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

মো: মতিউর রহমান, *রংপুর:* গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলায় ৫২ জন ঝুঁকিপূর্ণ প্রসূতি মাকে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আরডিআরএস কোর কম্প্রিহেনসিভ প্রোগ্রামের আওতায় এই সহায়তা প্রদান করা হয়। যেসব দরিদ্র নারী অন্তত চারবার গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা নিয়েছেন এবং সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসব করেছেন, তাদের এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। ২০২৫ সালে মোট ৬টি জেলায় ১০০ জন হতদরিদ্র ঝুঁকিপূর্ণ মাকে এই সহায়তার আওতায় আনা হয়।

আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার মান উন্নয়নে কর্মশালা

সংবাদ কণিকা ডেস্ক: আদিবাসী ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রংপুরের পীরগঞ্জে একটি বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর সিডস প্রকল্পের আওতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পীরগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো: মোসলেম উদ্দিন।

আরডিআরএস ইমারজেন্সি রেসপন্স কর্মসূচি

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট: তরুণদের প্রাণচাঞ্চল্য

আশরাফুল হক, *কক্সবাজার:* আরডিআরএস বাংলাদেশের ইমারজেন্সি রেসপন্স কর্মসূচির উদ্যোগে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্প ১১, ১২ ও ১৮-এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাণবন্ত 'মিনি ফুটবল বার টুর্নামেন্ট'। তরুণদের সুস্থ বিনোদনে উৎসাহিত করা ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়। চারটি পৃথক টুর্নামেন্টে মোট ২০০ যুবক অংশ নেন। পুরো আয়োজন ক্যাম্পের পাহাড়ি পরিবেশে নিয়ে আসে উৎসবের আমেজ। সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প ইনচার্জ, বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধি, উন্নয়নকর্মী, স্থানীয় মাঝি ও ইমামদের অংশগ্রহণে মাঠটি এক সামাজিক মিলনমেলায় রূপ নেয়। কর্মসূচির মাঠকর্মীদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট তরুণদের নেতৃত্বগুণ, দলগত চেতনা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকরা জানান। খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্স-আপ দলের হাতে ট্রফি ও মেডেল তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরডিআরএস বাংলাদেশ তার ইমারজেন্সি রেসপন্স কর্মসূচি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের পাশাপাশি স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কক্সবাজারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নে আরডিআরএস-এর ইমারজেন্সি কর্মসূচির আওতায় সম্প্রতি কক্সবাজার সদর, রামু, মহেশখালি ও উখিয়ায়সহ চারটি উপজেলার ১৩২টি দুস্থ পরিবারের মধ্যে ছাগল বিতরণ করা

হয়েছে। জীবিকার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই আয় নিশ্চিত করতে নির্বাচিত উপকারভোগীদের এ সহায়তা দেয়া হয়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করা। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে উপকারভোগীদের ছাগল পালন, পরিচর্যা ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তাদের স্থানীয় পশুসম্পদ দপ্তরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা হয়।

পুনর্মুদ্রণ

প্রায় ৪৫ লাখ মানুষের সাথে আমরা কাজ করছি

ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, পিএইচডি *নির্বাহী পরিচালক, আরডিআরএস বাংলাদেশ*

*সম্প্রতি দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক **প্রথম আলোর** এনজিওবিষয়ক বিশেষ ম্যাগাজিন **উন্নয়নসঙ্গী** প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাগাজিনটিতে ছাপা হয়েছে আরডিআরএস বাংলাদেশের-এর নির্বাহী পরিচালক ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, পিএইচডি-এর বিশেষ একটি সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ রচনাকারে সংবাদ কণিকা পাঠকবৃন্দের জন্য পুনর্মুদ্রিত হলো।*

আরডিআরএস বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করছে এবং বর্তমানে দারিদ্র্য হ্রাস, নারী ক্ষমতায়ন, শিশু সুরক্ষা, জলবায়ু অভিযোজন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পানি ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসনসহ সমন্বিত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষাধিক দরিদ্র পরিবার ঋণ ও সঞ্চয়ের সুযোগ পাচ্ছে, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বাড়িয়েছে।

নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্প নারীদের নেতৃত্ব বিকাশ এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি করেছে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বিকাশ নিশ্চিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন প্রকল্প নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করে রোগবালাই হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি বৃদ্ধি, দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে। এসব উদ্যোগ মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে।

আমরা বর্তমানে প্রায় ৪৫ লাখ মানুষের সাথে কাজ করছি। আমাদের কাজের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। যে কেউ কুড়িগ্রাম থেকে রংপুর যাতায়াত করলে এই সময়ে যে উন্নত রাস্তাঘাট দেখবেন, সেটার সূত্রপাত আরডিআরএসকে দিয়ে। আমরাই এই এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়নে প্রথম ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের সহযোগিতায় গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা পাচ্ছে এলাকার শিশু-কিশোর। বাল্যবিবাহের হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও আমরা অবদান রাখছি। এছাড়া আমাদের একটি চক্ষু হাসপাতাল আছে, সেখান থেকে আমরা প্রান্তিক মানুষের কাছে উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছি, স্বল্পমূল্যে ও বিনামূল্যে।

নতুন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আরডিআরএস বাংলাদেশ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। এর সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, নারী-পুরুষ সমতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়টি সর্বদা অগ্রাধিকার পায়। প্রকল্প পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমরা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করি, যাতে জনগণের মতামত সরাসরি প্রতিফলিত হয়। এজন্য গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, কমিউনিটি কনসালটেশন, হাউজহোল্ড সার্ভে এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ইউনিয়ন ফেডারেশন ও অন্যান্য স্থানীয় সংগঠনকে যুক্ত করা হয়, যাতে প্রকল্প পরিকল্পনা স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক হয়। এই প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, যা প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য ও টেকসই ফলাফলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

> আরডিআরএস বাংলাদেশ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। আমাদের কার্যক্রমের ফলে লক্ষাধিক পরিবার আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে। আমরা হাজার হাজার মানুষের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা গড়ে তুলেছি। আমাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা একটা টেকসই উত্তরবঙ্গ বিনির্মাণে অবদান রাখছে

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষাধিক পরিবার আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে। নারীদের নেতৃত্ব ও উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। হাজার হাজার মানুষের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা গড়ে তোলা হয়েছে, যা স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে সহায়ক হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে স্পষ্ট প্রভাব আছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানাবিধ ঝুঁকিতে থাকা বেশ কিছু এলাকায় দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রান্তিক জনগণের জন্য আইনী সহায়তা ও মানবাধিকার সচেতনতা কর্মসূচি তাদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে আরডিআরএস দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখে এসডিজি অর্জনে সরাসরি অবদান রাখছে।

উত্তরবঙ্গের মানুষ প্রতি বছর বন্যা, খরা, নদীভাঙন, শীতলপ্রবাহসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এসব ঝুঁকি আরও বেড়েছে এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস, জীবিকা সংকটের মতো চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় আরডিআরএস বাংলাদেশ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচির আওতায় খরা ও বন্যা সহনশীল ফসলের চাষ, পানি-সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি, পুকুর ও খাল খননের মাধ্যমে কৃষি ও গৃহস্থালী কাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন ও ব্যবহার সীমিত রাখার চেষ্টা অব্যহত রেখেছি। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং টেকসই কৃষি উদ্ভাবন চালু করেছি। দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো যেমন- উঁচু স্থানে ঘরবাড়ি, স্কুল ও সেতু নির্মাণ করা হয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে নিয়মিত মহড়া পরিচালনা করা হচ্ছে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং সোলার এনার্জি ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে কমিউনিটি জলবায়ু তহবিল গঠন করে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে ঝুঁকি মোকাবিলা কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা রয়েছে। এসব পদক্ষেপ উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগণকে দুর্যোগ-সহনশীল ও টেকসই জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

উপদেষ্টা: ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, পিএইচডি ● সম্পাদক: মো. মজিবুল হক মনির। সহ-সম্পাদক: মোনাজ্জিল রিয়াদ।
আরডিআরএস বাংলাদেশ, বাড়ি ৪৩, রোড ১০, সেক্টর ৬, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০।